দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ...16 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১...

প্রসঙ্গ : শিক্ষার মানোন্নয়ন

মো. শাহজাহান

১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এমসিকিউ বা বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ব্যবহার শুরু হয়। প্রথম দিকে এ প্রশ্ন আইটেমের ব্যবহার ৫০০ প্রশ্নব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী সময়ে প্রশ্নব্যাংক তুলে দিয়ে এমসিকিউর ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হয়। তাতে পাবলিক পরীক্ষায় পাসের হার এবং প্রথম বিভাগ বা জিপিএ-৫ পাওয়ার হারও অনেক বেড়েছে। এর পরও শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। সর্বশেষ গত ২৬ মে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের কণ্ঠে এমন উদ্বেগের কথা ঘোষিত হয়। দেশের শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বিগ্ন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা শিক্ষাবিদরা শিক্ষার মানের অবনতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন, মূল পাঠ্যপুস্তকের তুলনায় গাইড বইয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের ঝোঁক বেশি, তাদের স্কুলে মনোযোগ নেই, কোচিংকে গুরুত্ব দিচ্ছে বেশি, এমসিকিউ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা মাপা যায় না ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপে এমসিকিউ প্রশ্নের সামর্থ্য : জ্ঞানের গভীরতাকে (I) স্মরণ করতে পারা (Knowledge), (II) বুঝতে পারা (Understanding), (III) নতুন পরিস্থিতিতে কিংবা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠ্যপুস্তক থেকে আহরিত জ্ঞান বুঝে প্রয়োগ করতে পারা (Application) এবং (IV) কোনো সমগ্রকে (Whole) উপাদানে ভেঙে দেখানো বা একাধিক বিকল্পের মধ্য থেকে বিভিন্ন নির্দেশক (Criteria)-এর ভিত্তিতে সর্বোত্তমটি বেছে নিতে পারার সক্ষমতা (Higher Ability)– এ রকম চারটি ক্রমোন্নতি বা কাঠিন্যের পর্যায়ক্রমিক ধাপে বিভাজন করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ের (যেসব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গৃহীত হয়) এমসিকিউ প্রশ্ন প্রণয়নে অনুসৃত নীতি হচ্ছে, এক সেট এমসিকিউ প্রশ্নের মধ্যে জ্ঞানের সর্বনিম্ন স্তরের প্রশ্নসংখ্যা সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ হতে পারবে। এর পরবর্তী ধাপগুলোয় সর্বোচ্চ প্রশ্নসংখ্যা হবে যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ শতাংশ। অর্থাৎ কাঠিন্যের প্রতিটি স্তরের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্নের সমন্বয়ে এক সেট এমসিকিউ তৈরি করার বিধান সরকারিভাবে প্রবর্তিত আছে। এদিক থেকে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা পরিমাপে এমসিকিউ প্রশ্নের সামর্থ্য সরকারিভাবে স্বীকৃত। বাস্তবে এর প্রয়োগ কতটা হচ্ছে, তা ঢাকা বোর্ডের ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে ব্যবহৃত এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

উল্লিখিত বিষয়ের এমসিকিউ প্রশ্নের সংখ্যা ৪০টি। এর মধ্যে পাঠ্যপুস্তকের তথ্যাদি স্মরণ করে উত্তর দিতে পারবে, এমন প্রশ্নের সংখ্যা কোনোভাবে ১৬টির অধিক নয়। অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো কাঠিন্যের উপরি ধাপের প্রশ্ন। দৃষ্টান্ত হিসেবে এখানে কয়েকটি প্রশ্ন সন্নিবেশিত করা যায়।

জহির সাহেব বিদেশ ভ্রমণে যাবেন। সে জন্য তিনি তার ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা তোলেন এবং ওই ব্যাংক থেকেই বিনিময় বিল ভাঙিয়ে নিলেন। এ দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক অবলম্বনে ৫ ও ৬ নম্বর ক্রমিকে দুটি প্রশ্ন করা হয়। যেমন:

৫) জহির সাহেব কোন ব্যাংকে হিসাব পরিচালনা করেন?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. সমবায় ব্যাংক

৬) ওই ব্যাংকের আরও কাজ হলো–
i. পল্লি অঞ্চলে কর্মসংস্থানের জন্য ঋণ দেওয়া
ii. নোট প্রচলন করা
iii. অলঙ্কার গচ্ছিত রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

এ দুটি প্রশ্নের উদ্দীপক শিক্ষার্থীর পঠিত পাঠ্যপুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ের পাঠ্যবস্তুর (Text) আলোকে একটি জীবনঘনিষ্ঠ ঘটনার অবতারণা করে তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর কাছে জহির সাহেবের ঘটনাটি একটি নতুন পরিস্থিতি। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাংক, ব্যাংকগুলোর প্রকারভেদ ও কার্যাবলির সঙ্গে শিক্ষার্থী পরিচিত। শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকে পঠিত এতদসম্পর্কিত তথ্য ও ধারণা স্মরণ করে এবং তার বুঝের (Understanding) আলোকে বর্ণিত ঘটনাটি কোন ব্যাংকের কার্যাবলির সঙ্গে সম্পর্কিত তা মিলিয়ে দেখে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করতে হবে। আর ৬ নম্বর প্রশ্নটি ৫ নম্বর প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় রচিত। যেখানে একাধিক ব্যাংকের কার্যাবলির সমাহার দেখিয়ে তা থেকে কাঙ্ক্ষিত ব্যাংকের কার্যাবলি আলাদা করার সক্ষমতা যাচাই করার নিমিত্তে এটি করা হয়েছে। আর সে জন্য এ প্রশ্নটিকেও কোনোভাবে জ্ঞানের নিম্নস্তরের প্রশ্ন ভাবা যায় না।

আলোচনার সুবিধার জন্য একই বিষয়ের ৩৪ ও ৩৫ নম্বর ক্রমিকের প্রশ্ন দুটি এখানে সংযোজন করা যায়।

৩৪) গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কী?
ক. জনগণ খ. ভোটার
গ. নির্বাচন ঘ. রাজনৈতিক দল

৩৫) অর্থনীতির ভাষায় নিচের কোনটি সম্পদ?
ক. ফসলি জমি খ. কালিবিহীন কলম
গ. সূর্যের আলো ঘ. নদীর পানি

এ দুটি প্রশ্নের কোনোটির উত্তরই মুখস্থ বিদ্যার সাহায্যে করা যাবে না। কেননা পাঠ্যপুস্তকের কোথাও গণতন্ত্রের মৌলিক বিষয় কী এর উত্তর লিখিত নেই। গণতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীকে জনগণ, ভোটার, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পরিচিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থী এমন অভিজ্ঞতার আলোকে যদি বুঝতে সক্ষম হয় যে, ক, খ ও ঘ– এ তিনটি বিকল্প উত্তর কিন্তু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাহলেই কেবল সঠিক উত্তরটি খুঁজে নিতে সক্ষম হবে।

৩৫ নম্বর প্রশ্নটি সম্পদ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। সঠিক উত্তরটি পাঠ্যপুস্তকে লিখিত নেই। তবে সম্পদের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত আছে এবং এর সঙ্গে দু-একটি বাস্তব উদাহরণ যুক্ত করে দেখানো হয়েছে। অতএব সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্যের সব ক'টি বৈশিষ্ট্য কোন বিকল্প উত্তরটির ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে, তা মেলাতে পারলেই সঠিক উত্তর করা যাবে। সুতরাং বলা যায় যে, এমসিকিউ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা মাপা যায়।

মূল পাঠ্যপুস্তকের আদ্যোপ্রান্ত না পড়ে সব ক'টি এমসিকিউর উত্তর করা যায় : এ প্রসঙ্গটিও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের বিচারে সুরাহা করা যায়। ওই বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মোট অধ্যায় সংখ্যা ১৫টি। পাঠ্যপুস্তকের সব ক'টি অধ্যায় থেকে যৌক্তিকসংখ্যক এমসিকিউ গঠন করে ঢাকা বোর্ডের বিগত এসএসসি পরীক্ষার এমসিকিউ প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হচ্ছে। প্রশ্ন প্রণেতা ও মডারেটরদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে এর প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের পঠিত মূল পাঠ্যপুস্তকটি অবলম্বনে এমসিকিউ প্রশ্ন আইটেম তৈরি হয়। এ তৈরিকৃত এমসিকিউ সর্বোচ্চ ৪০ শতাংশ মুখস্থবিদ্যা থেকে উত্তর করতে পারলেও অধিকাংশ প্রশ্ন শিক্ষার্থীকে নিজের মেধা ও প্রতিভা খাটিয়ে উত্তর দিতে হয়। এ প্রকৃত সত্য বাস্তব কোনো পরিস্থিতির কারণে আড়াল করলে কাম্য সমাধান আসবে না। অন্য কোনো কারণে একটি কার্যকর, পৃথিবীব্যাপী সমাদৃত ও শিক্ষার্থীবান্ধব প্রশ্ন পদ্ধতিকে একবারে বাদ দেওয়া সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। যদি কোনোভাবে মনে হয় এমসিকিউ প্রশ্নের ব্যবহার হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি নম্বর পেয়ে যাচ্ছে, তবে সেটা যাচাই করে দেখা দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন আইটেমের পাশাপাশি পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রমগুলো মূল্যায়নের অবকাশ আছে। সৃজনশীল প্রশ্ন অপেক্ষা শিক্ষার্থীরা এমসিকিউ প্রশ্নপত্রে অধিক নম্বর পাচ্ছে কিনা, সেটাও বোর্ডগুলোর বিগত বছরের ফলাফলের স্কোর পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আর যদি এমসিকিউ প্রশ্ন আইটেম তৈরিতে শিক্ষকদের সক্ষমতার অভাবকে বার বার টেনে আনা হয়, তাহলে বলতে হবে– সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তনের আগে যে ধরনের প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তিত ছিল তখনো কিন্তু শিক্ষকরা অনেকেই নিজ থেকে প্রশ্ন আইটেম তৈরি না করে বিগত বছরগুলোর প্রশ্ন থেকে তার বিবেচনায় উত্তর প্রশ্নগুলো নির্বাচন করে শুধু একটি সংকলন আকারে পরীক্ষার প্রশ্ন তৈরি করে জমা দিত। আর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির সুবাদে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সুবিধা অন্তত শিক্ষক নিজ থেকে পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন করার একটা দায়বদ্ধতা তৈরি হয়েছে। এখন প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিজ নিজ শিক্ষকদের তৈরি করা প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা গ্রহণে কড়াকড়ি আরোপ করা দরকার। এমসিকিউ সৃজনশীল প্রশ্নের তুলনায় আরও কোনো কার্যকর প্রশ্ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা দরকার এবং তা ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির জন্য ধাপে ধাপে এমসিকিউ ও সিকিউ প্রশ্নের ব্যবহার কমিয়ে আনা যেতে পারে। এর সঙ্গে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানপ্রসূত ঘটনাবলির অবসানে রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ প্রতিরোধে সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

লেখক : কন্ট্রোলার অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা